হাজার দ্বীপ-এর মাঝখানে

রজত রায়

হাজার দ্বীপের মাঝখানে?
সমুদ্রে নয়, বড়ো কোন লেকে নয়, শুধু নদীর ওপরে হাজারটা দ্বীপ? বাস্তবে কোথাও আছে নাকি?
হ্যাঁ, আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর এক ফরাসি অভিযাত্রী কাউন্ট ফ্রন্টেনাক (count Frontenac) এই দ্বীপগুলো আবিষ্কার করে অভিভূত হয়ে নাম দিয়েছিলেন 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস'। তিনি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন "এটা এমন এক রূপকথার জগৎ, যা মানুষের কলম অথবা মুখের ভাষা বর্ণনা করার চেষ্টাও করতে পারেনা।"
পর্যটকের এই লোভনীয় বর্ণনার পর উপনিবেশবাদীরা চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। ফরাসি উপনিবেশবাদী সৈন্যদল 'থাউজ্যন্ড আইল্যান্ডস' এলাকার মূল বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে এক প্রচন্ড যুদ্ধের মাধ্যমে ১৮১২ সালে জায়গাটি দখল করে নেয় এবং ইংরেজ আর ফরাসিরা জায়গাটাকে আধাআধি ভাগ করে নেয়।

।। জায়গাটি ।।
এই 'থাউজ্যন্ড আইল্যান্ড' হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার সীমান্তরেখা মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সেন্ট লরা নদীর (st. Lawrence River) বিরাটমোহনার বুকে। পঞ্চাশ - ষাট মাইল এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে থাকা এই নদীর মোহনায় এখন গননা করে দেখা যাচ্ছে যে দ্বীপের সংখ্যা মোটেই হাজার নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ছোট - বড়ো - মাঝারি মিলিয়ে দ্বীপের সংখ্যা ১৭৯৩। এর মধ্যে দুটি বড় দ্বীপ - ওয়েলেস্‌লি আইল্যান্ড এবং গ্রাইন্ডস্টোন আইল্যান্ডে সারা বছর ধরেই লোকজন বসবাস করে। দ্বীপ দুটি একেকটি ছোটোখাট গ্রামের মতো।আবার এমন কিছু দ্বীপ আছে যেখানে আদপেই কোন মানুষ বসবাস করতে পারে না। কেননা, সেগুলি শুধুই একটি বড়ো পাথরের পিন্ডছাড়া আর কিছুই নয়।
কিন্তু বেশিভাগ দ্বীপেরই বৈশিষ্ট্য হল এগুলিতে আট-দশ বিঘা করে জমি আছে। কাজেই সেইসব জমিতেই ধনী ব্যক্তিরা বা নিয়েছেন গ্রীষ্মাবাস। কোন কোন দ্বীপে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের স্টাইলে দুর্গের মত একেকটা প্রাসাদ বানানো হয়েছে। আবার 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডসের' মাঝখানি জায়গায় ২১টা দ্বীপ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ন্যাশনাল পার্ক।
পাশ্চাত্যের পর্যটকেরা যদিও এই জায়গাটিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা বলে বর্ণনা করেছেন, আমরা অতটা উচ্ছ্বসিতনা হলেও বিনা দ্বিধায় বলতে পারি জায়গাটি সত্যিই দেখবার মত। আমাদের দেশের চিল্কা হ্রদ এলাকার সৌন্দর্যকে কুড়ি দিয়ে গুণ করে নিলে এই জায়গাটি সম্বন্ধে একটা ঝাপসা ধারনা হতে পারে।
পূর্ব থেকে পশ্চিমে লেক ওন্টারিওতে এসেমিশে যাওয়া আগে সেন্ট লরা নদীর প্রায় পঞ্চাশ - ষাট মাইল এলাকা নিয়ে এই 'থাউজ্যন্ড আইল্যান্ড।' নদীর দক্ষিণ পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্য, উত্তর পারে কানাডার ওন্টরিও রাজ্য। নিউইয়র্ক রাজ্যের এলাকায় রয়েছে ওগাডেন্সবার্গ ও ওয়াটারটাউন নামে দুটি ছোট শহর এবং আলেকজান্দ্রিয়া বে, ক্লেটন, কেপভিনসেন্ট, সমন্ট, ডেক্সটার, ফাইন ভিউ, ফিশারসাল্যান্ডিং, হেন্ডারসন হারবাবু, মিলেনস্ বে, স্যোকেটস্ হারবার, স্যান্ড বে, থ্রি মাইল বে এবং থাউজ্যন্ড আইল্যান্ড পার্ক নামে গোটা তেরো গ্রাম। আর নদীর উত্তর প্রান্ত কানাডার ওন্টারিও রাজ্যের দিকে রয়েছে কিংস্টনাওনামে দুটি ছোট শহর এবং প্রকভিল, গাননোগ, আই ভিলী ও রকপোর্ট নামে গোট চারেক গ্রাম। অবশ্য কানাডার দিকে গাড়ি চালিয়ে কয়েকঘন্টার মধ্যেইপৌঁছে যাওয়া যায় অটোয়া, মন্ট্রিয়াল অথবা টোরেন্টোর মতো বড় শহরে।
থাউজ্যন্ড আইল্যান্ডসে বেড়াতে গেলে জলপথে স্টিমার ভ্রমনই সবচাইতে সুবিধাজনক। আর সেই ভ্রমনের সময় আমেরিকান এবং কানডিয়ান নাগরিকদের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে না হলেও মুশকিলে পড়ে যেতে হয় আমাদের মতো বহির

াগতদের, যাদের চোখের পলকেই ভিস্যুয়ালি আউটসাইডারস বলে চিহ্নিত করা যায়। আমেরিকান আর কানডিয়ান ন াগরিকদের ভেতরে ওদের পরস্পরের দেশে ভ্রমনের পাশপোর্ট ও ভিসার কোন প্রচল নেই। তাঁরা দুটি দেশেই অবাধে ভ্রমন করতে পারেন।। কিন্তু আমাদের মতো বহিরাগতদের পকেটে সবসময়ই ভিসার স্ট্যাম্পিনসহ পাশপোর্টটি থাকা চাই। নইলে যেকোন মুহূর্তে ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের বিপদে ফেলে দিতে পারেন। আমি অবশ্য বিনা পাসপোর্টেই থ াইজ্যন্ড আইল্যান্ডস এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কেন সীমান্তরক্ষী অফিসার বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

থাউজ্যেন্ড আইল্যান্ডসে ভ্রমনের বর্ণনা শু করার আগে একটি তথ্য আমাদের মনে রাখা দরকার, যা সমগ্র বাঙালি জা তিতথা ভারতবাসীর কাছে অপরিসীম গুত্বপূর্ণ। আজ থেকে ঠিক ১০৪ বছর আগে বত্রিশ বছরের এক বাঙালি যুবক 'থ াউজ্যান্ড আইল্যান্ডপার্ক গ্রামটিতে প্রায় পৌনে দুমাস কাটিয়েছিলেন। তিনি সেখানে অনুগত ছাত্রছাত্রীদের বেদান্তের শিক্ষ া দিতেন এবং তাঁর সংগঠনের জন্য কাজ করতেন। যুবকটি এই গ্রাম থেকে অনেক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে চিঠিপত্রে যে াগাযোগ রাখতেন এবং প্রচন্ড কর্মব্যস্ত দিন কাটাতেন। দুনিয়া তোলপাড় করা এই ভারতীয় যুবকটির নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ২৬ জুন, ১৮৯৫ মিস্ ডাচারের থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের বাড়ি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ মিস্ মেরি হেল, নামে এক ভক্তকে দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠার একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি এক জায়গায় লেখেন, -"Nothing noticeable has happened during this visit to the Thousand Islands. The Scenery is very beautiful and I have one of my friends here with me to talk about God and soul ad libitum. I am eating fruits and drinking milk and so forth, and studying huge Sanskrit books on Vedanta which they here kindly sent me from India." দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দ ঐ পৌনে দুমাস সময় থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে ফলমূল এবং দুধ খেয়েই ক াটিয়েছেন আর জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও তিনি উচচ প্রশংসা করেছেন।

ওই বছরেরই আগস্ট মাসে ওই একই গ্রামের বাড়ি থেকে তিনি মিস বুল নামে এক আমেরিকান মহিলাকে এক চিঠিতে লেখেন --- "যতই আমার বয়স বাড়ছে, ততই আমি বুঝতে পারছি, যে হিন্দুদের কাছে মানুষই হল সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। .... স্ বর্গের চাইতে এই পৃথিবীর স্থান অনেক উপরে, পৃথিবীটাই হল মহাবিশ্বের সবচাইতে বড় বিদ্যালয়।" (The older I grow, the More I see behind the idea of the Hindus that man is the greatest of all beings….This earth is higher than all heavens; this is the greatest school in the universe. জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এক অ ালোকোজ্জ্বল সকালে অটোয়া থেকে গাড়িতে আমরা পাঁচজন (আমি এবং আমার চারনিকট আত্মীয়) থাউজ্যান্ড অ াইল্যান্ডস' -এর দিকে রওনা হলাম। অটোয়া শহর থেকে তিনটি হাইওয়ে দিয়ে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডসের তিনটি অঞ্চলে য াওয়া যায়। একত্রিশ নম্বর হাইওয়ে দিয়ে গেলে সেন্ট লরা নদীর ওপর পুলের কাছে চলে যাওয়া যায়, যেখানে নদীর অপর পাড়ে ওগডেন্সবার্গ শহর। তাছাড়া যাওয়া যায় পনেরো নম্বর হাইওয়ে দিয়ে। এখান দিয়ে গিয়ে সেন্ট লরা নদীর পারে কৎস্টন শহরে পৌঁছে যাওয়া যায় ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই।

আমরা পনেরো নম্বর পথটিই নিলাম এবং কিংসটনে পৌঁছে একটু বিরতি নিলাম। শহরের শেষ প্রান্তে মস্ত বড় এক তে ারনেবিরাট করে লেখা আছে 'কানডিয়ান গেটওয়ে টু দ্য থাউজ্যান্ড গাড়ি পাক করবার জন্য। অপূর্ব সুন্দর এবং পরিচছন্ন পরিবেশ। কোথাও এক চিলতে ময়লা টুকরো কাগজ পড়ে নেই। কাছেই একটা মস্ত বেদীর ওপরে প্রায় ৪০ ফিট উঁচু একটা মাছের স্ট্যাচু বসানো আছে। জীবনের নানাধরনের স্ট্যাচু দেখেছি, কিন্তু এইরকমের এক বিশাল মাছের স্ট্যাচু কোথাও থ াকতে পারে তা কখনও ভাবতে পারিনি। পর্যটকদের জন্য নানা ধরনের রেস্টুরেন্ট রয়েছে আর আইসক্রিম খাওয়ার জন্য রয়েছে আইসক্রিম হাউস।

এখান থেকে যে স্টিমার কোম্পানি পর্যটকদের থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড নিয়ে ঘোরায়, তার নাম 'গ্যানানোগ বোটলাইন। সুন্দর আধুনিক স্টিমারগুলি একঘন্টা পরপরই যাত্রী নিয়ে ছাড়ে। একেকটা স্টিমারে ১৫০ থেকে ২০০ লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। স্টিমারঘাটেই আগেভাগে আমরা টিকিট কেটে নিলাম, যদিও পরবর্তী স্টিমারটি ছাড়তে তখনও প্রায় ঘন্ট াখানেক দেরি আছে।

ঘড়িতে প্রায় বেলা বারোটা বাজে, টিকিটও কাটা হয়ে গেছে, কাজেই কাছে একটা খোলা মাঠের ধারে আমরা নিশ্চিন্ত মনেওপেন এয়ার লাঞ্চে বসে গেলাম। আর পানীয় বলতে, বলাই বাহুল্য, বিশ্ব বিজয়ী কোকাকোলা।

কিংসটনের স্টিমার ঘাট থেকে আমাদের স্টিমার ছাড়ল বেলা বারোটা নাগাদ। নদীর বুকদিয়ে যতই আমরা এগিয়ে

চলেছি,তিন - চার মিনিট পরপরই চলে আসছি একেকটা দ্বীপের পাশে। কোন কোন দ্বীপ একেবারে আক্ষরিক অর্থে ‘ওয়ান আইল্যান্ড - ওয়ানহাউস’। এই বাড়িগুলো ধনী ব্যক্তিদের গ্রীষ্মাবাস। মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শু করে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত শহুরে ধনীবাবুরা তাঁদের এইসব গ্রীষ্মাবাসে চলে আসেন কর্মব্যস্ত জীবনে একটু প্রকৃতির ছোঁয়া নিতে, নতুন উৎসাহে আবার কাজের জগতে ফিরেযাওয়ার জন্য।

থাইজ্যান্ডআইল্যান্ডসের মধ্যে বোধহয় সবচাইতে আকর্ষনীয় হল পূর্ব দিকে অবস্থিত ‘হাট - আইল্যান্ড(Heart Island)। এই দ্বীপে ১২০ টি ঘর সমন্বিত ছয়তলা দুর্গের মত একটি প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদের মধ্যে আবার ১১টি আলাদা আলাদা বাড়ি। দুর্গাটির নাম ‘বোল্ড ক্যাসেল’ (Boldt castle)। এটিকে বিংশ শতাব্দীর একদিন তাজমহল ও বলা চলে। এই বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এই দম্পতির কণ প্রেমের কাহিনি। যাঁর নামে এই দুর্গ, সেই জর্জ সি. বোল্ড ইউরোপের প্রুসিয়া থেকে ১৮৬০ সালে আমেরিকায় এসেছিলেন ভাগ্যন্বেষনে। গরিব বাবা - মায়ের ছেলে, শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রম আর দক্ষতায় এক বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। নিউইয়র্ক আর ফিলাডের্লায়মাতে মস্ত বড় দুটি হোটেলের মালিক হন, বহু কোম্পানির ডাইরেক্টর এক কর্নেল ব্বিবিদ্যালয়ের একজন ট্রাস্টি হন। তিনি তোঁর স্ত্রী লুইসাকে উপহার দেবেন বলে থাউজ্যান্ডআইল্যান্ডসের এই দ্বীপটিতে দুর্গ বানানো শু করেন ১৯০৯ সাল নাগাদ। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানির একটি দুর্গের আদলে এই প্রাসাদটি বানানো হবে ঠিক হয়। নানা জায়গা থেকে বাছাই করা ৩০০ কারিগর ও কলাকুশলী নিয়ে আসা হয়। জর্জ বোল্ড দু / তিন বছরের মধ্যেই ২৫ লক্ষ ডলার খরচ করে ফেলেন। প্রাসাদটি যখন অর্ধেকের কাছাকাছি হয়েছে,এমন সময় ১৯০৪ -এর জানুয়ারি মাসে তাঁর স্ত্রী লুইসা বোল্ডের মৃত্যু হয়। এই আঘাতে জর্জ মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েন। এবং থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডসের প্রাসাদ নির্মানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ৩০০ মিস্ত্রি এবং কারিগর অসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। এক কণ প্রেমের স্মৃতি হিসাবে অর্ধসমাপ্ত প্রাসাদটি একটি পোড়ো বাড়িতে পরিনত হয় / ৭৩ বছর ধরে কাঠামোটির ওপর দিয়ে বহু জল - ঝড় এবং তুষার পাত হয়ে গেছে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে থাউজ্যান্ডব্রীজ অথরিটি এই সম্পত্তিটি কিনে নিয়ে নতুন করে দুর্গটি তৈরি করেন। এখন এটি পর্যটকদের কাছে এক মস্তআকর্ষনীয় স্থান। ছয়তলা উচচতার এই দুর্গটির ১২০ টি ঘরে জানালা রয়েছে মোট ৩৬৫ টি। বাড়িটির নিচের তলায় বানানো হয়েছে একটি মিউজিয়াম, যাতে থাউজ্যন্ড আইল্যন্ডসের ইতিহাস ও বিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাড়িটিতে ট্যুরিস্টরা থাকার জন্য আগে থেকে ঘর বুক করতে পারেন।

এই হার্ট আইল্যান্ড থেকে একটু উত্তর দিকে গেলেই চোখে পড়ে মস্ত বড় দ্বীপ ওয়েলেসলি আইল্যান্ড, যার আয়তন একটা ছোটখাট গ্রামের সমান। এই দ্বীপে পর্যটকদের জন্য অনেকরকমের আকর্ষনীয় জিনিস আছে। সবচাইতে বড় আকর্ষনী হল মাছ ধরা।

সেন্ট লরা নদীর ওপর দিয়ে স্টিমার আরেকটু এগিয়ে নিউইয়র্ক রাজ্যের জেফারসন কাউন্টি এলাকায় ঢুকে পড়ে। সামনেই পড়ে অসাধারন সুন্দর দ্বীপ আলেকজান্দ্রিয়া ।সপ্তদশ শতাব্দীর যে ফরাসি পর্যটকটি এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস নাম দেন, তিনি প্রথমে এসেছিলেন এই আলেকজান্দ্রিয়া বে - তেই। গ্রীষ্মকালে পর্যটকদের আগমনে জায়গাটি ঝলমলে হয়ে ওঠেএবং প্রত্যেক উইকএন্ডেই ট্যুরিস্টদের জন্য নানারকমের অনুষ্ঠান করা হয়।

নদীর আমেরিকান দিকটিতে কয়েকটি আকর্ষনীয় দ্বীপ হল ক্লেটন, কেপ ভিনসেন্ট এবং স্যাকেটস্ হারবার। ক্লেটনের খ্যাতিআছে তার বিখ্যাত নৌবিদ্যার জাদুঘরের জন্য। তাছাড়া আছে নানারকম মনিমুক্তা এবং গহনার প্রদর্শনী, আছে নানা রকমের খেলাধুলা - nun on --এবং মৎস্য শিকারের বন্দোবস্ত। ১০০ বছর ধরে এই দ্বীপটি পর্যটকদের শান্তি ও আনন্দের কেন্দ্রভূমি।

কেপভিনসেন্ট দ্বীপটিতে ১৮৫৩ সালে জনসংখ্যা ছিল ১২১৮ তার ও ২০০ বছর আগে, ১৬৫৪ সালে জেসুইট পাদ্রিরা এইদ্বীপে এসে এখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার শু করেন। দুই ঔপনিবেশি শক্তি, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স, আদিবাসীদের হত্যা করে জায়গাটিকে পুরোপুরি দখলে আনতে চায়। আজ এই দ্বীপটি ব্রিটিশ আর ফরাসি বংশধরদেরই পুরো দখলে, হাজার খুঁজে পেতেও একজন আদিবাসী রেডইন্ডিয়ানকেও দেখতে পাওয়া যাবেনা। দ্বীপটিতে আছে অনেকগুলি ঐতিহাসিক বাড়ি, যেগুলির বয়স ২০০-২৫০ এর মধ্যে।

নদী পথে আরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা পেলাম স্যাকেন্টস্ হারবার দ্বীপটি। এই দ্বীপটির প্র

ায় ২০০ বছরের এক ইতিহাস আছে। আমেরিকার এলাকার মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপটি সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শত াব্দীতে বিখ্যাত ছিল পালতোলা জাহাজ বানাবার জন্য। যার ফলে এই জাহাজ নির্মান শিল্পকে কেন্দ্র করে এই দ্বীপে গড়ে উঠেছিল ছুতোর মিস্ত্রি, কামার, নাবিক এবং সৈন্যদের বেশ বড় একটা ঘাঁটি। জাহাজ নির্মান শিল্প এবং সামরিক বাহিনীর কেন্দ্র হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পর্যন্ত এই স্যাকেটস্ হারবারের প্রচুর গুত্ব ছিল।

ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা বারবার চেষ্টা করেছে দ্বীপটিকে নিজেদের আয়ত্তে কানাডার মধ্যে রাখতে। আর আমেরিকানরাও বারবার লড়াই করে দ্বীপদিক আমেরিকার মধ্যেই রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৮১২-র যুদ্ধে এখনে ইংরেজদের পর াজয় হয় এবং আমেরিকানরাই স্থায়ীভাবে জয়লাভ করে। আজকে এই দ্বীপটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারনেই আকর্ষনীয় নয়, নানা ধরনের খেলাধুলো, মৎস্যশিকার এবং আইস স্কেটিং -এর জন্য দ্বীপটির খুব আকর্ষন আছে। এখানকার খাবারদ াবারও খুব চিত্তাকর্ষক। চমৎকার কিছু রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে নানাধরনের 'সি - ফুড' খেতে পাওয়া যায়। এছাড়া পর্যটকদের আকর্ষন করার জন্য এখানে প্রতি রবিবারেই কিছু না কিছু উৎসব লেগে থাকে। পোলো খেলা, ফুটবল, রাগ্‌বি - এসব তো আছেই, তাছাড়া আছে নানারকম গান - বাজনার অনুষ্ঠান। কানাডার সীমান্ত এখান থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে।

বিকেল তিনটে নাগাদ স্টিমার দিক পরিবর্তন করে আবার কানাডার কিংসটন শহরের দিকে রওনা হল, যেখান থেকে আম াদের জলপথে যাত্রা শু হয়েছিল। এই স্টিমারের অভিজ্ঞতাটিও মনোরম। তিনতলা স্টিমার, আসন গুলো সব চেয়ার ক ারের মতো, দোতলায় মস্ত বড় রেস্টুরেন্ট, খাবার - দাবার, পানীয় সবই পাওয়া যায়। তবে বলাই বাহুল্য তার দাম অনেক বেশি। এর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম এক যুবক ফোটোগ্রাফার তার পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে প্রত্যেক পর্যটকের একটি করে ছবি তুলে নিচ্ছে। কিছুক্ষন বাদেই আমাদের সেই ছবিগুলি ল্যামিনেটেড করে একেকটা বড় বড় লকেটে ঢুকিয়ে আমাদের কাছে বিত্রি করতে নিয়ে এল। ফটোসহ প্রত্যেকটিলকেটের দাম দশ ডলার। স্বভাবতই আমরা ওই প্রলোভনে পা দিলাম ন া। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে কিশোরী কন্যাটি ছিল, তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। দশ ডলার জরিমানা দিতেই হল।

ঘন্টা চারেক নদীপথের ভ্রমনের পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্টিমার এসে কিংস্টন শহরের ঘাটে লাগল। যদিও বলছি বিকেল পাঁচটা কিন্তু বাইরে রোদের আলো দুপুর তিনটের মতো। ওই অঞ্চলে তখন সূর্যাস্ত হয় রাত্রি আটটায়।

কিংস্টন ও একটা অপূর্ব সুন্দর শহর। বয়স আমাদের কলকাতা শহরের চাইতে মাত্র কয়েকটা বছর বেশি। ১৬৭৩ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিকরা এই শহরটির পত্তন করে এখানে একটা সামরিক ঘাঁটি এবং ফার কোটের ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তে ালেন। শহরটিতেফরাসি শাসকদের বহু ঘর - বাড়ি, সামরিক ঘাঁটি এবং বড় বড় দোকানপাট চোখে পড়ে।

আমরা কিংস্টনে নেমে কারপাকিং -এর জায়গায় এসে দেখি, সামনেই একটা পার্কে চমৎকার উৎসব হচ্ছে, বহু পুষ - রমনী এবং শিশুর ভিড়। চারদিকে নানা পতাকা উড়ছে আর গোটা এলাকাটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অজস্র রঙিন বেলুনের সাহায্যে।পার্কে ঢুকে জানতে পারলাম শিশু উৎসব হচ্ছে। যদিও আমরা পাঁচজনের কেউই শিশু নই, তবুও অন্যসব লোকের দেখাদেখি আমরাওপার্কের সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়লাম। শিশুদের চমৎকার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আমি ঘুরে ঘুরে মজা করে অনেক ফোটো তুলেফেললাম।

কিংস্টন শহর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই পনেরো নম্বর পাইওয়ে ধরে রাত্রি আটটানাগাদ অটোয়াতে ফিরে এলাম। থাউজ্যান্ডআইল্যান্ডসে প্রকৃতি আর মানুষ মিলে যে মনোরম পর্যটন কেন্দ্র বসিয়েছে, আমার দেশে সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে এরকম পর্যটন কেন্দ্র অনায়াসে বানানো চলত। তা ঔপনিবেশিক আমলে হয়নি, স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীতেও হয়নি, অ াগামী এক শতাব্দীতেও হবে না। কারণ সত্যটা বড় রূঢ়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে নাগরিকদরে জীবন যাত্রার মান, শিক্ষা - দীক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নাগরিক সুখ সুবিধা -- সবকিছু মিলিয়ে কানাডার স্থান যেখানে এক নম্বর, সেই তালিকায় ওই একই নিরিখে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্থান ১৩৮ নম্বর। কাজেই আগামী ১০০ বছরেও সুন্দরবনকে আমরা থ াউজ্যান্ডআইল্যান্ডস বানাতে পারবনা। একদিনের এই প্রমোদ ভ্রমন খুব বেদনার সঙ্গে আমাকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেল।